CONTENT

SL. No.	Topic	Page No.
1	ভূমিকা	1
2	সমস্যাটি সংক্রান্ত পূর্বজ্ঞান	2
3	ভারতবর্ষের নৃত্যশিল্পের ইতিহাস	3-4
4	ভারতবর্ষের প্রচলিত নৃত্যাবস্থা	5-6
5	শিক্ষায় নৃত্যকলার গুরুত্ব	7
6	প্র্যাকটিকামটির প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব	8
7	" লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	9
8	নৃত্যভাষা : মুদ্রা	10-14
9	বিভিন্ন প্রকার নৃত্যশৈলী ও তার বর্ণনা	15-24
10	উপসংহার	25
11	তথ্যসূত্র	26

ভূমিকা

প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতবর্ষ একটি সংস্কৃতি সচেতন দেশ. আর এই সংস্কৃতির চতুরঙ্গ হল সাহিত্য. সংগীত, নৃত্য ও চিত্রকলা, ভাষা বা সাহিত্য অথবা অন্যান্য শিল্প সৃষ্টির বহু আগে নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, নৃত্য হল মানুষের আবেগ প্রকাশের প্রাচীনতম শিল্প. বিশ্ব প্রকৃতির চাঞ্চল্য যে সৌন্দর্য তারই অনুকরণে পশুপাখী ও মানুষের দেহে এল নৃত্য, আদিম গুহবাসী মানুষ যখন পশুপাখী শিকার করে আনত, তখন সেই পশুর চারিদিকে গোলবৃত্তাকারে নৃত্য করত, কারণ তা ছিল তার শিকার পাওয়ার উল্লাস অর্থাৎ আনন্দ প্রকাশ.

নৃতত্ত্ববিদ Ruth Bunzel বলেছেন— "All people tell tales presumably for the pleasure of telling them, all people sing song and dance and all people have more or less elaborate patterns of behaviour for public performance"

— এর থেকে বোঝা যায়, প্রাথমিক পর্যায়েই মানুষ নিজেদের আবেগকে ব্যক্ত করার প্রবৃত্তি হিসাবে নৃত্য-গীত সৃষ্টি করেছিল, আর কালক্রমে সেই নৃত্যকলা ও শৈলী আরও পরিণতি লাভ করেছে এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্নতার.

সমস্যাটি সংক্রান্ত তথ্যজ্ঞান

সমস্যাটি সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্যজ্ঞান শিক্ষার্থী-শিক্ষক অর্জন করেছেন সেগুলি এখানে নির্দেশ করতে হবে, যেমন – ভারতবর্ষে নৃত্যশিল্পের ইতিহাস বিবৃত করতে গেলে, এই অংশে ভারতে প্রচলিত নৃত্যশিল্পের ইতিহাস বিবৃত করতে হবে,

ভারতবর্ষের নৃত্যশিল্পের ইতিহাস

আদিম যুগে নৃত্য →

আদিম মানুষ বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সামাজিক নৃত্য এবং দেবতা অপদেবতার পূজা, মৃত আত্মার আবাহন, শিকার প্রভৃতির সময় ধার্মিক ও ভৌতিক নৃত্য করত।

সিন্ধু সভ্যতায় নৃত্য →

সিন্ধু সভ্যতায় বাদ্য ও গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমবেত নৃত্যের বিভিন্ন রকমের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মৌর্য ও গুপ্তযুগে নৃত্য →

মহাকবি কালিদাস-র রচনায় নৃত্যগীতের বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে নৃত্যের যে অসাধারণ উৎকর্ষ পাওয়া যায়, তা ভারতবর্ষে নৃত্যের ইতিহাসে তাকে নটরাজ বলা হয়, শিবের তাণ্ডবনৃত্য থেকেই নটরাজ মূর্তির কল্পনা, যা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষ স্থান পেয়েছে।

বর্তমান যুগে নৃত্য →

আজকের আধুনিক যুগেও নৃত্য বেশ জনপ্রিয় ও রুচিশীল, বিভিন্ন পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, লৌকিক অনুষ্ঠানে নৃত্য প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বর্তমান ভারতে বিভিন্ন জনপ্রিয় নৃত্য প্রচলিত আছে।

বলা বাহুল্য যে, হিন্দু মহাকাব্যেও বিভিন্ন স্থানে নৃত্যের উল্লেখ আছে, যেমন – মহাভারতে 'মেনকা', 'রম্ভা', 'উর্বশী' প্রমুখ নর্তকীদের নৃত্যের কথা উল্লেখ আছে।

ভারতে জনপ্রিয় নৃত্যসমূহ

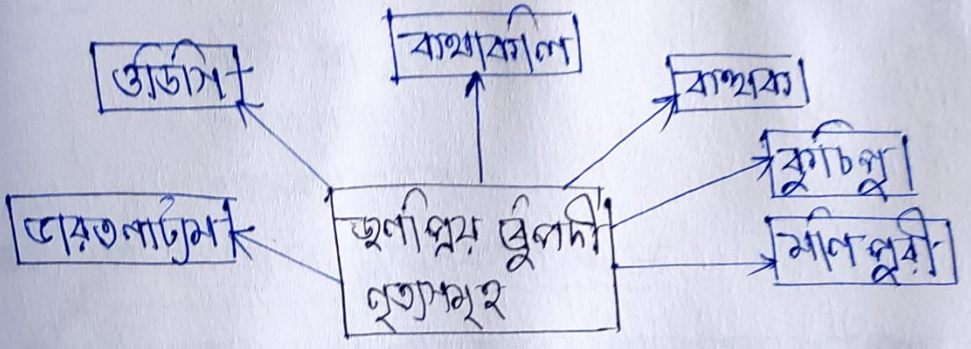

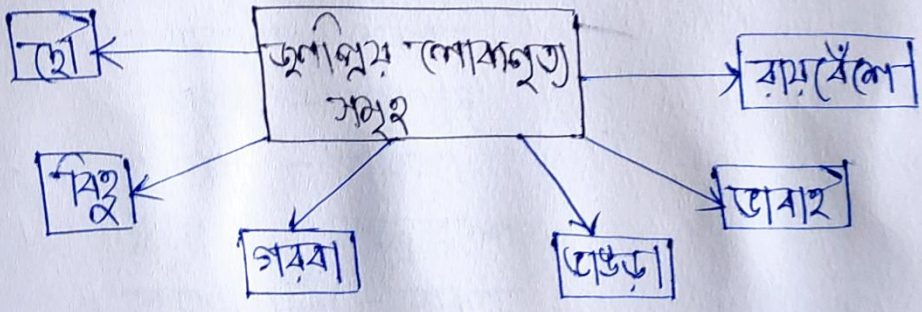

ভারতবর্ষের প্রচলিত নৃত্যব্যবস্থা

ভারতে নৃত্যের ইতিহাস খুবই প্রাচীন, বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতীয় নৃত্যকলাকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়, তথা–

- ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল নৃত্য
- লোক নৃত্য
- আদিবাসী নৃত্য

১. ধ্রুপদী নৃত্য বা ক্লাসিকাল ডান্স

ধ্রুপদী নৃত্যকলা হলো ভারতের প্রাচীনতম নৃত্যকলা, এখানে নাচের মুদ্রা ও ব্যাকরণগুলি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন,

ভরতনাট্যম – তামিলনাড়ু
কত্থক – উত্তর পশ্চিম ভারত
কথাকলি – কেরল
মণিপুরী – মণিপুর
ওড়িশি – ওড়িশা
কুচিপুড়ি – অন্ধ্রপ্রদেশ
মোহিনীআট্টম – কেরল
সাত্রিয়া – আসাম

২. লোক নৃত্য

লোকনৃত্যে ধ্রুপদী নৃত্যের মতো কোনো মুদ্রার ব্যবহার নেই, এটি ধ্রুপদী নৃত্য থেকে অনেকটাই সহজ ও সরল, লোকনৃত্যে অনেকে একসঙ্গে যৌথভাবে নৃত্য করে থাকেন,

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আলাদা আলাদা লোকনৃত্য আছে। আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য হলো –

ছৌ নাচ — পুরুলিয়া
রায়বেঁশে নাচ — বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
ঝুমুর নাচ — বাঁকুড়া, পুরুলিয়া
রণপা নাচ
রায় বেঁশে নাচ

৩. আদিবাসী নৃত্য

আদিবাসীদের সহজ সরল জীবনধারার মতো আদিবাসী নৃত্যের মুদ্রা গুলিও সহজ সরল, সাধারণত সমান্তরাল তালে আদিবাসী সমাজের নাচের মুদ্রাগুলি প্রদর্শিত হয়,

আদিবাসী সমাজে কোনো একক নৃত্য নেই, পুরুষ ও মহিলা সকলে সমবেতভাবে অসমসজ্জা সোমভাবে এখানে নৃত্য পরিবেশন করেন,

আদিবাসী নৃত্যের দুটি উদাহরণ হলো — সাঁওতালি নৃত্য এবং বাহা নাচ।

শিক্ষায় নৃত্যকলার গুরুত্ব

নৃত্যকলা বিষয়ে অনেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কলা ও মানবিকী বিষয়ক শিক্ষাক্রমের অধীনে পড়ার সুযোগ আছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নৃত্যে কলা বিভাগে স্নাতক হওয়ার এবং আরও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়। নৃত্য বিষয়ে শিক্ষাক্রম বৈচিত্র্যময় ও বিশাল পরিসরে বিষয় ও পাঠ্যবস্তু নিয়ে তৈরি হয়। এই সকল বিষয়ের মধ্যে যেমন থাকে নৃত্য পরিবেশনা, নৃত্য নির্দেশনা, নৃত্যগোষ্ঠীর নিজস্ব নৃত্যধারা তেমনি আরও থাকে নৃত্য ও শরীরের সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান, নৃত্যের গঠন ও নৃত্য ব্যবহার করে চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ক পাঠক্রম। পাঠ বুঝতে সমস্যা হয় এ ধরনের শিশুদের, আচরণগত / আবেগগত সমস্যা-সম্পন্ন শিশুদের এবং মনোযোগ প্রদানে মারাত্মক সমস্যা সম্পন্ন শিশুদের গণিতের পাঠ বোঝাতে নৃত্যের সাহায্যে শরীরকে ব্যবহার করার বিষয়টি এখন দেখা যাচ্ছে।

প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

1. নৃত্যকলা শিক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে শিক্ষণের ধারণা সরবরাহ করতে পারবে.
2. ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের ধ্রুপদী নৃত্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের জ্ঞান অর্জন.
3. ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লোকনৃত্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী - শিক্ষকের ধারণা লাভ.

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

1. ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের নৃত্যকলা সম্পর্কে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পারদর্শিতা অর্জন,
2. নৃত্যকলার মাধ্যমে পাঠদানে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের দক্ষ হয়ে ওঠা,
3. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পারদর্শী হয়ে ওঠা,

নৃত্যভাষা : মুদ্রা

মুদ্রা শব্দের অর্থ সীলমোহর, কিন্তু নৃত্যে যে হস্তভঙ্গি প্রদর্শিত হয়ে থাকে, তাকে মুদ্রা বলা হয়। মুদ্রা সর্বাগত রস ও ভাবের প্রকাশক। দেবদেবীর পূজায়ও ভাবের প্রকাশ হিসেবে মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। ড. আনন্দ কুমারস্বামী "The relations of art religion in India' প্রবন্ধে প্রতীক ও মুদ্রা সম্পর্কে বলেছেন, "Religious symbolism in Indian arts is of two kinds, the concrete symbolism of attributes and the symbolism of gesture, sex and physical peculiarities. The symbolism of gesture are includes the various positions of the hand known as mudras, of physical peculiarities, the third eye of Siva or the elephant-head of Ganesa are instances. The subject of sex-symbolism is generally misinterpreted but, in fact this imagery drawn from the deepest emotional experience is a proof both of the power and truth of the art and the religion. India had not feared either to use sex-symbols in its religious art, or to see in sex itself an intimation of the infinite."

নাট্যশাস্ত্রে মোট ২৪ টি অসংযুক্ত হস্তমুদ্রা, ১৩ টি সংযুক্ত হস্তমুদ্রা এবং ৩২ টি নৃত্তহস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পতাকা

'অঙ্গুল্য: কুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠ: সংশ্লিষ্টা: প্রসৃতা যদি
স পতাকাকার: প্রোক্তো নৃত্যকর্ম বিশারদৈ: ॥'

অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় প্রসারিত হলে এবং অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত অবস্থায় থাকলে পতাকা হস্ত হয়.

নাট্যারম্ভে, মেঘ ও বন বোঝাতে, বস্তুনিষেধে, কুচ, রাত্রি, নদী, অমরমণ্ডল, তুরঙ্গ, পবন, শয্যা, যাত্রার উদ্যোগ, প্রতাপ, প্রসাদ, জ্যোৎস্না, প্রখর সূর্যকিরণ, সমভাব, অঙ্গরাগ, তালপত্র, আশীর্বাদ, পূর্ণাতিশ্রেষ্ঠ, সমুদ্র, বৎসর, বৃষ্টির দিন, গাঢ় আলিঙ্গন, প্রলাপ, মস্কু, ভুল, বামন, কামার্তভাবে নায়িকাস্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থ বোঝাবার জন্য পতাকা হস্ত প্রয়োগ হয়.

ত্রিপতাকা

'নৃত্যভাষা: মুদ্রা
'স এব ত্রিপতাকা: স্যাদ্ । বক্রিতানামিকাঙ্গুলি: ।'

পতাকা হস্ত অবস্থায় অনামিকা বক্র হলে ত্রিপতাকা হস্ত হয়. মুকুট, বৃক্ষ, বাসব, বজ্র, কেতকীফুল, দীপ, বহ্নিশিখা, পারাবত, পত্রলেখা, পরিবর্তন, ইক্ষুদণ্ড, মাঙ্গল্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ত্রিপতাক হস্ত প্রয়োগ হয়.

অর্ধপতাকা

'ত্রিপতাকস্যকে কনিষ্ঠা চেদ্ বক্রিতর্ধপতাকিকা।'

ত্রিপতাক হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠাকে বক্র করলে অর্ধপতাক হস্ত হয়.

পত্র, ফলক, তীর, করাত, ছুরিকা, ধ্বজ, শৃঙ্গ, প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অর্ধপতাক হস্ত প্রয়োগ হয়. নাট্যশাস্ত্রে এই মুদ্রার উল্লেখ নেই।

কর্তরীমুখ

'অস্যৈব চাপি হস্তস্য তর্জনী চ কনিষ্ঠিকা
বহিঃ প্রসারিতে স্ত্রে চ স কর: কর্তরীমুখ।।'

অর্ধপতাক হস্ত অবস্থায় তর্জনী ও কনিষ্ঠা বাইরের দিকে প্রসারিত হলে কর্তরীমুখ হস্ত হয়.

মৃত্যু, বিদ্যুৎ, পতন, লতা, স্ত্রী-পুরুষদের অর্থ প্রকাশে কর্তরীমুখ হস্তের প্রয়োগ হয়. নাট্যশাস্ত্রে পাঠভেদে ত্রিপতাক হস্ত অবস্থায় মধ্যমার পৃষ্ঠে তর্জনী রাখলে কর্তরীমুখ হস্ত হয় এইরূপ বর্ণিত আছে. কথাকলি নৃত্যে সাধারণত এই আকারে প্রযুক্ত হয়।

মৃগশীর্ষ

'অস্মিন্ কনিষ্ঠিকাঙ্গুষ্ঠে প্রসৃতে মৃগশীর্ষকঃ।'

সর্পশীর্ষ হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করলে মৃগশীর্ষ হস্ত হয়.

প্রীতি, বিবাদ, নেপথ্য, আহ্বান, মিলন, বীণা, গতি, আবাস, নৈবিদ্য, বসন, যোনিদেশ, ছত্রধারণ, পাদসংবাহন, সমর, ভ্রমণ, সময়, দেহ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে মৃগশীর্ষ হস্তের প্রয়োগ হয়.

কপিত্থ

'অঙ্গুষ্ঠমূর্ধনি শিখরে বক্রিতা যদি তর্জনী
কপিত্থাখ্যঃ করঃ সোহয়ং কীর্তিতো নৃত্যকোবিদৈঃ॥'

শিখর অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠের মস্তকে তর্জনী বক্রভাবে স্থাপন করলে কপিত্থ হস্ত হয়,

লক্ষ্মী, সরস্বতী, নটগণের তালধরণ, গো-দোহন, অঞ্জন, অবলম্বন, ধূপ দীপ দ্বারা আরতি, বসনাঞ্চল ধারণ, লীলা কুসুম ধারণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কপিত্থ হস্ত প্রয়োগ হয়.

ভ্রমর

"মধ্যমাঙ্গুষ্ঠসংযোগে তর্জনী বক্রিতাকৃতিঃ।
শেষাঃ প্রসারিতা যস্য সো ভ্রমরাভিধহস্তকঃ॥"

মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত অবস্থায়, তর্জনী বক্রাকৃতি, কনিষ্ঠা ও অনামিকা প্রসারিত অবস্থায় থাকলে ভ্রমর হস্ত হয়।

ভ্রমর, পক্ষ, শুক, সারস, কোকিল, যোগ, মৌনভাব প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ভ্রমর হস্তের প্রয়োগ হয়।

ত্রিশূল

"নিকুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠস্তু ত্রিশূলকঃ॥"

কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত অবস্থায় থাকলেও অন্য অঙ্গুলি সমভাবে ঊর্ধ্বে প্রসারিত থাকলে ত্রিশূল হস্ত হয়।

ব্যাঘ্র হস্ত, অর্ধসূচী হস্ত, কটক হস্ত ও পল্লী হস্ত প্রচলিত। কিন্তু নাট্যশাস্ত্র বা অভিনয়দর্পণে অসংযুক্ত মুদ্রা তালিকায় এদের উল্লেখ নেই।

অর্ধসূচি

"কপিত্থে তর্জনী ঊর্ধ্বসারণে ত্বর্ধসূচিকঃ।"

কপিত্থ হস্ত অবস্থায় তর্জনী ঊর্ধ্বে প্রসারিত করলে অর্ধসূচি হস্ত হয়।

অঙ্কুর, পক্ষীশাবক, বৃহৎ কীট প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অর্ধসূচি হস্তের প্রয়োগ হয়।

ভরতনাট্যম

২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পুরানো, ভরতনাট্যম হল দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি ধ্রুপদী নৃত্য যা আধুনিক যুগে প্রধানত নারীদের দ্বারা চর্চা করা হয়.

• **নামের উৎপত্তি**

ভরত নাট্যম নামটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় - ভ-র-ত (ভাব, রাগ, তাল) অন্যদিকে নাট্যম হল তামিল শব্দ যার অর্থ হল নৃত্য.

• **নৃত্যের ইতিহাস**

অন্যান্য নৃত্যের সঙ্গে প্রীতি ও ধর্ম ও দেবতা ভিত্তিক, শিব তান্ডব থেকে এর যাত্রা শুরু, এই কলার ক্ষেত্রে মন্দির ও দেবদাসীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটি দাসী নাট্যম নামেও পরিচিত.

ঐতিহ্যগতভাবে, ভরতনাট্যম একটি একক নাচ যা কেবলমাত্র নারীদের দ্বারা সঞ্চালন করা হয় এবং হিন্দু ধর্মীয় বিষয় ও আধ্যাত্মিক ধারণা, বিশেষত শৈবধর্ম কিছু বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম প্রকাশ করে।

• **নৃত্যশৈলী**

• আল্লারিপু - শিল্পী মাথার ওপর হাত রেখে নমস্কার ভঙ্গিতে চোখের দৃষ্টি ও গ্রীবা কাণ্ডের মাধ্যমে এই নৃত্য শুরু করেন, সময় ৩-৫ মিনিট.

• যতিস্বরম - দেহভঙ্গির সংগীতে সুষম সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই এই পর্যায়ের প্রধান লক্ষ্য এবং এতে দৃষ্টি, গ্রীবা, হস্ত ও পা এর কর্মই প্রধান.

• শব্দম - সংগীতের মাধ্যমে দেবতাদের মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয় এবং সংগীত শেষে অভিবন্দনা করে নৃত্যের সমাপ্তি.

• বর্ণম - নাট্য, নৃত্য, এবং ছন্দের সমন্বয় দেখা যায় এই পর্বে, সুর তালের ছন্দ, লাস্য ও মাধুর্যের সমন্বয়ে দেহভঙ্গির সুষম প্রদর্শন করা হয়ে থাকে.

• পদম— প্রেম ও গীতিমূলক পদগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত।
• তি — এই বাণীটি অপেক্ষাকৃত জটিল। এখানে শিল্পী পদবিন্যাস এবং বিভিন্ন মুদ্রা প্রয়োগে বিভিন্ন ভাব ব্যঞ্জনা মূর্ত করেন।

● ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসমূহ

এই নৃত্যশৈলীর বিভিন্ন বাণের উপস্থাপন এবং বাহ্যপ্রকাশের জন্য তবলা এবং হারমোনিয়াম ব্যবহার করা হয়।

● পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার সামগ্রী

সাধারণত উজ্জ্বল বর্ণের যে কোনো সাউথ সিল্ক শাড়ী ধুতির আকারে পরিধান করা হয়। সাবেকী স্বর্ণবর্ণের গহনা যেমন— কোমর বন্ধনী, আর্মলেট, মাথটীকা, কানের দুল, হার, নূপুরের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়, তবে চুলে ফুলের মালা ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়।

● বিশিষ্ট শিল্পী

কুচিপুড়ি দেবি, মৃণালিনী, মীরাবাঈ, পদ্মা সুব্রমণ্য, মল্লিকা সারাবাঈ, লীলা সামসন, সোনাল মানসিংহ, সবিতা কাপুর, কুচিপুড়ি বিজয়কুমার প্রমুখ হলেন জনপ্রিয় ভরতনাট্যম শিল্পী।

কত্থক

কত্থক হল ভারতের উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের নৃত্যশৈলী, মূলত লক্ষ্ণৌ, বারানসী এবং জয়পুরে এই নৃত্য খুবই জনপ্রিয়.

নামের উৎপত্তি -

কত্থক শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ, কত্থকা থেকে যার অর্থ হল traditional tale.

নৃত্যের ইতিহাস -

প্রাচীনকালে কত্থক 'কুশিলব' নামে পরিচিত ছিল, বিশেষ করে মুঘল রাজত্বকালে মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার ও দরবারের সংস্কৃতির প্রাচীন অঙ্গ হয়ে উঠেছে.

কত্থক নৃত্যে পরবর্তীকালে পারসিক ও সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়, বিশেষভাবে মুঘল রাজত্বকালে গড়ে ওঠে.

রঙ্গমঞ্চ -

যে কোনো ধরনের মঞ্চেই এই নৃত্য প্রদর্শিত হয়, রাজার রাজ দরবার থেকে শুরু হয়, খোলা মঞ্চে বিশেষত আয়োজিত উচু মঞ্চেও এই নৃত্য উপস্থাপন করা যায়

- নৃত্য পদ্ধতি

(i) নৃত্ত-বন্দনা তথা দেবতাদের উল্লেখ বোল নাচ মাধ্যমে সেটি উপস্থাপন করে.

(ii) ঠাট হল একটি পারম্পরিক প্রদর্শন যেখানে নর্তকী নির্দিষ্ট নিয়ে মঙ্গ্রিত করা.

(iii) আমদ - এর অর্থ হল প্রবেশ যা তালবদ্ধ রচনা বা বোলের প্রথম পরিচয়,

(iv) সেলামি - মুসলমানী শৈলীতে দর্শকের উদ্দেশ্যে অভিবাদন রীতি.

v) কবিত্ত - এখানে কবিতার অর্থ নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়,

vi) পড়ন - একপ্রকার নৃত্য যেখানে তবলা ও পাখোয়াজ ব্যবহৃত হয়,

● ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

এই নৃত্য শৈলীর বিভিন্ন বোলের উপস্থাপনে ও বহিঃপ্রকাশের জন্য সাধারণত তবলা, মঞ্জিরা, সারেঙ্গী, হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হয়।

● পোশাক পরিচ্ছেদ ও অলংকার সামগ্রী

হিন্দু ও ইসলাম উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পোশাকের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, হিন্দু নর্তকীগণ শাড়ী, ধুতি, চোলী ব্যবহার করেন, অন্যদিকে মুসলিম ধর্মে কুর্তা পাজামার প্রচলন থাকে। তবে বিন্দি, হস্ত বাজু ও কর্ণে অলংকার এর ব্যবহার লক্ষণীয়।

● বিশিষ্ট শিল্পী

বিরজু মহারাজ, কুমুদিনী লাখিয়া, শোভনা নারায়ণ, চিত্রেশ দাস।

কথাকলি

ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার মধ্যে অন্যতম, মূলত কেরালা রাজ্যে.

- **নামের উৎপত্তি**

শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'কথা' যার অর্থ গল্প এবং 'কলি' শব্দ থেকে বাংলা;

- **নৃত্যের ইতিহাস**

কথাকলি নৃত্য পরম বৈষ্ণব কালিকটের জামুরিন বংশীয় মানবরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষ্ণনাট্যম নৃত্যের উন্নতর রূপ কথাকলি নাম নেয়.

- **চরিত্রসমূহ**

1. পাচা - এই চরিত্রের মুখ সবুজ, লাল ঠোঁট, কালো ভুরু, কপালে তিলক, রাম, কৃষ্ণ, নল প্রভৃতি চরিত্রে ব্যবহার হয়.
2. কাত্তি - সবুজ রঙের লাল, সাদা বর্ডার থাকে প্রভৃতি
3. তাড়ি - লাল দাড়ি, শয়তান, বদমেজাজি চরিত্রের রূপ পায়.
4. কারি - পুতনা, তাড়কা প্রভৃতি চরিত্রের জন্য মুখ কালো হয়.
5. মিনুক্কু - শকুন্তলা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী চরিত্রে ব্যবহার হয়.

- **পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার সামগ্রী**

মুকুট, কাঁচুলি, কিরীট, কানের তোলা, নকল চুল - চামরম্,
হাতের গয়না - তোলাহুট

- **ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ**

মাদল, চান্ডা, তবলা প্রভৃতি

- **বিখ্যাত শিল্পী**

কলামণ্ডলম, গোপী, মাদাবুর নায়ার, রমনকুট্টি নায়ার প্রমুখ হলেন এক দিক থেকে গুরু তুল্যপ্রায়.

ওডিসি

ওড়িশ্যা রাজ্যের নৃত্যধারা ওড়িসি সারা পৃথিবী বিখ্যাত, দ্বাদশ শতাব্দীতে মহাপাত্র রচিত 'অভিনয় চন্দ্রিকা' গ্রন্থে এই নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায়.

◎ নামের উৎপত্তি –

নামটি এসেছে ওড়িশ্যা রাজ্যের নাম থেকে প্রকৃতপক্ষে ওড়িশ্যা তথা ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূল রাষ্ট্রের হিন্দু মন্দির নৃত্যে উৎপত্তি লাভ করেছে.

◎ নৃত্যের ইতিহাস –

আচার্য অশ্টহাস ওড়িশার দেবদাসীর মধ্যে এই নৃত্যের প্রথম প্রচলন করেন.

- এই নৃত্য মূলত ধর্মীয় গল্প কথা যেমন বৈষ্ণব ধর্মীয় কাহিনী, বিষ্ণু, শিব, সূর্য এবং এছাড়াও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কিত বিভিন্ন ঐতিহ্য প্রকাশ করত.
- শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক বার্তা নয়, তার পাশাপাশি হিন্দু গ্রন্থের বিভিন্ন প্রেমমূলক কবিতা, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য অনুযায়ী প্রতীকি পরিচ্ছদ, অভিনয় ও মুদ্রার মাধ্যমেও এই নৃত্য অভিনয় করা হয়ে থাকে.

◎ নৃত্যের পর্যায়সমূহ –

I. মঙ্গলাচরণ –

এটি হল ওডিসি নৃত্যকলার প্রথম ধাপ. মূলত পুষ্পাঞ্জলী এবং ভূমি প্রণামের মাধ্যমে নৃত্যের সূচনা করা হয়ে থাকে.

II. বটুকা –

বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন – চক্ষু, গ্রীবা, বক্ষ, পাদুকার গতি ভঙ্গির ধীর ও ছান্দিক চলন.

iii. অভিনয় -

এই পর্যায়ে শিল্পী বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা এবং তার সহযোগে নাচের বিষয়বস্তু নাট্যরূপে উপস্থাপনের প্রয়াস করে অর্থাৎ অভিনয় আঙ্গিকে বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলে।

iv. মোক্ষ

এই পর্যায়ে শিল্পী বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা এবং মানসিক অভিব্যক্তি, আত্মার চরম মুক্তির প্রকাশের মাধ্যমে নৃত্যের সমাপ্তিকরণকেই মোক্ষ বলে।

- ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসমূহ

সাধারণত হারমোনিয়াম, তবলা, মর্দলা, সারঙ্গী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এই নৃত্যে ব্যবহার করা হয়।

- পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার সামগ্রী-

নারীরা প্রধানত বোমকাই এক সম্বলপুরী সিল্ক শাড়ী ব্যবহার করে। কাজল, সিঁথি, টিকোলি, আলতা, কোমরবন্ধনী, মুকুট, আর্মলেট প্রভৃতি অলংকারের ব্যবহার এই নৃত্যে আবশ্যক, তবে ফুলের মালার ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

- বিশিষ্ট শিল্পী

এই নৃত্যধারার বিশিষ্ট শিল্পী হলেন কুমকুম মোহান্তি, এক যিনি নৃত্যশিক্ষা লাভ করেছিলেন, গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের কাছ থেকে, তিনি ছিলেন কলা বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষক, এছাড়াও সুজাতা মহাপাত্র এবং গুরুদের মধ্যে রাহুল আচার্যের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মণিপুরী

শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, অপর নাম 'জাগই'

● <u>নামের উৎপত্তি</u> – মায়ানমার সীমান্তে ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্যে এই মণিপুরী নৃত্যের নামকরণ হয়েছে।

● <u>নৃত্যের ইতিহাস</u> – মণিপুরের জনশ্রুতিতে কথিত আছে যে, সৃষ্টি প্রারম্ভে সাত নর্তক নবনির্মিত পোলাবি নৃত্য করেছিলেন, এবং অত্যন্ত কোলাহলের সাথে পাদযুগল ফেলেছিলেন পৃথিবী দৃঢ় করে শক্ত করার জন্য। তবে বলা বাহুল্য যে মণিপুরী নৃত্য বিশেষ করে বৈষ্ণব বিষয়াবলী এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত।

● <u>নৃত্যশৈলী</u> – মণিপুরী একটি দলগত নৃত্য যেখানে কোমলতা, নিয়মাবলী এবং নাট্যসংযোগের কঠোর নিয়মিত নাচ সম্পন্ন হয়। বেশিরভাগ সময়ে কোমলময় চাল, সাবলীল হাত, দেহের উপরের অংশের অঙ্গভঙ্গিসহ সঞ্চালনের উপর অধিক গুরুত্ব দান করা হয়।

● <u>পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার সামগ্রী</u> –

নারী চরিত্ররা কুমিন পরিধান করত, কুমিন হল সোনালী ও রুপালী জরির সজ্জিত ঘাগড়া ও ভেলভেট ব্লাউজ। বিভিন্ন ধরনের ফুলের গহনা বা ধাতব গহনা পরলেও ঘুঙুর পরে না।

পুরুষরা উজ্জ্বল রঙের যেমন লাল, হলুদ, নীল প্রভৃতি রঙের ধুতি পরিধান করত।

● <u>বিশিষ্ট শিল্পী</u> –

বিশিষ্ট মণিপুরী নৃত্যশিল্পী হলেন ঝাবেরী দেবী, গুরু নীলেশ্বর মুখার্জী এবং গুরু সেনারিক রাজকুমার মণিপুরী নৃত্যের সাথে বিশেষভাবে জড়িত, গুরু নীলমাধব মুখার্জী, কলাবতী দেবী, গুরু বিপিন সিংহ প্রমুখরা হলেন বিশেষ জনপ্রিয়।

ছৌ-নাচ

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ইত্যাদি জায়গাতে দেখা যায়।

- নামের উৎপত্তি — ছৌ শব্দটি সংস্কৃত ছায়া থেকে এসেছে।
- উপলক্ষ্য — প্রধানত চৈত্র পরবের সময় অনুষ্ঠিত হয়।
- বৈশিষ্ট্য — বংশ পরম্পরায় গ্রামীণ পরিবারে চলে আসছে। খোলা পরিবেশে হয়। রামায়ণ, মহাভারত বা যে কোনো ধর্মগ্রন্থ হল এই নাচের বিষয়বস্তু। যেখানে হয় তাকে আখড়া বা আসর বলে।
- পোশাক পরিচ্ছদ — সাধারণত নির্দিষ্ট চরিত্রের মুখোশ পড়তে হয়।
- বাদ্যযন্ত্র — সানাই, ঢোল, মাদল, বাঁশি, হারমোনিয়াম প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

রায়বেঁশে

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার রাজনগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হয়।

- নামের উৎপত্তি — রায়বেঁশের সৈন্যরা এই নৃত্য করতেন বলে একে রায়বেঁশে নৃত্য বলে।
- বৈশিষ্ট্য — ঢাক, ঢোল, বাজনাসহ গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে তালে তাল মিলিয়ে এই নৃত্য করা হয়।
- পোশাক পরিচ্ছদ -

শুধুমাত্র পুরুষ সৈন্যরা এই নৃত্যতে অংশগ্রহণ করে এবং তারা কসরত ও যোগব্যায়ামের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে।

বিহু

আসাম প্রদেশের জনপ্রিয় লোকনৃত্য হল বিহু

- উপলক্ষ্য – প্রধানত শস্য ওঠা নবান্নের সময় হয়, যদিও আসামে তিনটি বিহু উৎসব হয় – বৈশাখে বোহাগ বিহু বা রঙ্গোলী বিহু, কার্তিকে কঙ্গালি বিহু, মাঘে ভোগালী বিহু।
- বৈশিষ্ট্য – বিহুগানের সাথে নৃত্যটি অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যটি দলবদ্ধ ভাবে বা বৃত্তাকারে অনুষ্ঠিত হয়। কোমর, হাত, পা গানের তালে নাচতে থাকে।
- বাদ্যযন্ত্র – কেবলমাত্র ঢোল ব্যবহৃত হয়।
- পোশাক পরিচ্ছদ – মেয়েরা শাড়ী ও ছেলেরা ধুতি পরে।